রথে থেকে প্রভু বলে "বাচ্চা পাইয়াছি।
দেশে যা দেশে যা আমি ওড়াকান্দী আছি।।"
এ বাণী শুনিল যেন দৈববাণী প্রায়।
দেশে এসে গেল শেষে ওড়াকান্দী গায়।।
প্রভুর চরণে নারী নোয়াইল মাথা।
কেঁদে কেঁদে কহে সেই ক্ষেত্রের বারতা।।
প্রভু বলে "ওড়াকান্দী আমি হরিদাস।
জগবন্ধু বলে তোর হ'ত কি বিশ্বাস?
তেঁই তোরে পাঠাইনু শ্রীক্ষেত্র উৎকলে।
বাড়ী যা গো মন যেন থাকে আমা' বলে।।"
ওড়াকান্দী অবতীর্ণ কাঙ্গালের বন্ধু।
কবি কহে ভবসিন্ধু তাঁর কৃপাসিন্ধু।

ভক্ত বুদ্ধিমন্তের গৃহদাহ বিবরণ

লক্ষ্মীপুর গ্রামে বুদ্ধিমন্ত চূড়ামণি।
ভাই ভাই ঐক্য হেন নাহি দেখি শুনি।।
একদিন দুই ভাই ওড়াকান্দী গিয়া।
বাটী আসিলেন মহাপ্রভুকে লইয়া।।
ক্ষণে গান করে দোঁহে দিয়া করতালী।
ক্ষণে নাচে দুই ভাই হরি হরি বলি।।
প্রভুকে আনিয়া ঘরে পুলকিত কায়।
মেয়েরা আনন্দে মগ্না ঠাকুর সেবায়।।
হেনকালে দীক্ষা গুরু আইল বাটীতে।
দু'টি ভাই আরো পুলকিত হৈল তা'তে।।
নামেতে গোবিন্দচন্দ্র পাল মহাশয়।
অধিকারী কায়স্থ সে পাল উপাধ্যায়।।
রামভদ্র পাল সিদ্ধ পুরুষ রতন।
সেই বংশধর ইনি দীক্ষাগুরু হ'ন।।
সাধক মহৎ লোক রামভদ্র পাল।
তাঁর বংশধর শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র পাল।।
শুষ্ক কাষ্ঠ ধর্ম তার স্নানাদি দু'বেলা।
তিলক ধারণ জপে তুলসীর মালা।।
এহেন গুরুজী যবে আসিল বাটীতে।
দুই ভাই আনন্দিত হইল মনেতে।।
আসিয়া গোবিন্দ কহে 'বাছা রে বুধই।
বসিতে আসন বাছা করিয়াছ কই?'
চূড়ামণি বুধই কহিছে দুটি ভাই।
'মহাপ্রভু নিকটেতে করিয়াছি ঠাঁই।।
আমাদের ঠাকুর আছেন সেই ঘরে।
দুই প্রভু সেখানে বসুন একত্তরে।।
গুরুদেব গোবিন্দ যাইয়া সেই ঘরে।
বলে 'বুধ এখানে কি বসা'বি আমারে?
মেয়েছেলে কত লোক বসিয়াছে ঘরে।
আমি না বসিব এই ঠাকুর গোচরে।।
চূড়ামণি বলে "আছ যত অন্য লোক।
বাহিরেতে যাও বৃদ্ধ যুবা কি বালক।।
কেহ না থাকিও আর উত্তরের ঘরে।
মাত্র দুই প্রভু থাকিবেন একত্তরে।।"
শুনিয়া সকল লোক আইল নামিয়া।
ঠাকুরের শয্যাপরে গুরু বৈসে গিয়া।।
মহাপ্রভু বুদ্ধিমন্তে ডাক দিয়া বলে।
"কাহাকে আনিলি মোর অঙ্গ যায় জ্বলে।।"
পাল বলে 'গাত্র জ্বলে কিসের কারণ?
বুধইকে কহে পাখা করহ ব্যঞ্জন।।
সাধু গুরু দেখিলে মহৎ সুখে দোলে।
আমি গুরু মোরে দেখে অঙ্গ যায় জ্বলে।।
নে রে বাছা ঠাকুরকে নিবি কোনখানে?'
বুদ্ধিমন্ত বলে 'উঠে আসুন আপনে।।'
দক্ষিণ ঘরেতে দিল গুরুদেব স্থান।
সেই ঘরে গুরু তবে করিল প্রস্থান।।
গ্রামবাসী যত লোক পুরুষ বা মেয়ে।
প্রভু দরশনে সবে চলিলেন ধেয়ে।।